দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2.6 NOV. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ... ৫ .....

শিক্ষা প্রশাসন কি আইনের উর্ধ্বে ?

গত ২৭/১০/৯৮ ইং তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত পত্রের জন্য পত্র লেখক জনাব প্রণব কুমার দেবকে ধন্যবাদ। আমরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় অবস্থিত জুরাছড়ি থানার ভুবনজয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই আট হইতে বিশ বৎসর ধরিয়া কর্মরত। ফলে আমাদের পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তি জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকা, বাসস্থানের তীব্র সংকট, বিদ্যুৎ না থাকা, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদি কারণে কোন শিক্ষক-কর্মচারীই এইখানে পরিবার নিয়া বাস করে না। প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের স্মারক অনুযায়ী এই অঞ্চলে দুই বৎসর চাকুরী করার পর সমতল এলাকায় বদলির বিধান রহিয়াছে। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেছেন না। যদিও অনেকে মোটা অংকের টাকা দিয়া ঠিকই বদলির ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন। আমরা কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা মত অর্থ না দেওয়ার কারণে আমাদের মানবিক আবেদন বিবেচনা করা হইতেছে না। ফলে অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত। ইহা ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে দীর্ঘকাল যাবৎই নিম্ন লিখিত দুর্নীতি প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে ঃ

১. প্রধান শিক্ষকের কোন দুর্নীতির প্রতিবাদ করিলেই সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক শিক্ষা পরিদপ্তরে ঘুষ দিয়া প্রতিবাদী শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করাইয়া দেন। শিক্ষা পরিদপ্তর প্রতিবাদী শিক্ষককে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেন না।

২. প্রশাসনিক কারণে বদলিপ্রাপ্ত শিক্ষককে বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হয় না। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইতে হয়।

৩. কোন শিক্ষক চট্টগ্রাম শিক্ষা পরিদপ্তরের দুর্নীতি ও হয়রানির প্রতিবাদ করিলে তাহাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।